গণভোট, রাষ্ট্রীয় পক্ষপাত ও অবৈধ ইউনূস সরকার

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য এক ভয়াবহ সতর্ক সংকেত

গণভোট কিভাবে হওয়ার কথা	বাস্তবতা
✓ নির্বাচন কমিশন	⚠ সরকারি নিয়ন্ত্রণ
✓ নিরপেক্ষ প্রশাসন	⚠ রাষ্ট্রীয় প্রচারণা মাধ্যম
✓ সূক্ষ্ম ভোট	✓ পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণা
	মাফিয়া হস্তক্ষেপ

গণভোট নিয়ন্ত্রণ করবে

BANGLADESH PERSPECTIVES

মূলসার

গণভোট মানে জনগণের সরাসরি রায়। এখানে রাষ্ট্রের কাজ একটাই : নিরপেক্ষ থাকা। ভোট আয়োজন করা, নিরাপত্তা দেওয়া, সবাইকে কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করা। রাষ্ট্র নিজে এখানে কোনো পক্ষ নিতে পারে না।

কিন্তু আজকের বাংলাদেশে ঠিক সেটাই ঘটছে না। একটি অবৈধ ও সাংবিধানিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ইউনূস সরকার গণভোটকে জনগণের মত জানার উপায় না রেখে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এর ফলে সংবিধান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, বিচার ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে, আর গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

১. গণভোটের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক শর্তাবলী

একটি প্রকৃত গণভোটের দুটি মৌলিক শর্ত আছে :

- জনগণই হবে একমাত্র সিদ্ধান্তকারী
- রাষ্ট্র থাকবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ

রাষ্ট্র ভোটের ফলাফল ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করবে না। সে কেবল প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু রাখবে। রাষ্ট্র যদি নিজেই ফলাফল নির্ধারণের পক্ষে মাঠে নামে, তাহলে গণভোট আর গণতান্ত্রিক থাকে না - তা হয়ে যায় ক্ষমতার প্রদর্শনী।

২. বাস্তবতা: বাংলাদেশে কী হচ্ছে

বর্তমান ইউনূস সরকার প্রকাশ্যে গণভোটের "হ্যাঁ" পক্ষের হয়ে কাজ করছে। সরকারি কর্মকর্তা, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় অর্থ, এমনকি মিডিয়াও ব্যবহার করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ফল নিশ্চিত করতে।
এটা শাসন নয়। এটা হলো রাষ্ট্রযন্ত্রকে দলীয় প্রচারণার যন্ত্রে রূপান্তর করা। গণতন্ত্রে যার কোনো বৈধতা নেই।

৩. সংবিধান লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতা

অনুচ্ছেদ ৭(১): জনগণের সার্বভৌমত্ব

"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।"
গণভোটে এই ক্ষমতা জনগণ সরাসরি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র নিজেই যখন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক পক্ষ হয়ে ওঠে, তখন জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ১১: গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ

"প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতান্ত্রিক বাতাবরণ... যেখানে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।"
কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন সমতা, মুক্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা। নির্বাহী হস্তক্ষেপ, রাষ্ট্র-সমর্থিত প্রচারণা এবং পক্ষপাতদুষ্ট গণমাধ্যম কাভারেজ এই শর্তগুলো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে।

অনুচ্ছেদ ২১(১): সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব

"প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি সংবিধান ও আইনের প্রতি অনুগত থাকবেন।"
প্রশাসনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সরকার সংবিধানিক আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে এবং গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দুর্বল করেছে।

৪. নির্বাচন কমিশনকে পাশ কাটানো

অনুচ্ছেদ ১১৮(১) ও ১২৬

সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন ও গণভোট পরিচালনার একমাত্র কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা কেবল সহায়তামূলক - প্রভাব বিস্তার নয়।
"সহায়তা" বলতে বোঝায় লজিস্টিক সহায়তা, নিরাপত্তা ও সমন্বয় - নির্দিষ্ট ফলাফলের পক্ষে প্রচারণা নয়। সরকারের কার্যকলাপ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে।

৫. আইন শুধু কাগজে-কলমে

গণভোট অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের রাজনৈতিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে । বর্তমান প্রশাসন এই সুরক্ষাব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে।

যা বাহ্যিকভাবে আইনি অমান্যতা মনে হতে পারে, বাস্তবে তা সংবিধানিক শাসনকে অবমূল্যায়ন ও রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে দুর্বল করার একটি সমন্বিত প্রয়াস।

৬. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুমকির মুখে

অনুচ্ছেদ ১০২: সাংবিধানিক প্রতিকার

হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের প্রতিকার দিতে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

কিন্তু গণভোটে রাষ্ট্রীয় পক্ষপাত চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদন খারিজ, বিএনপি-জামায়াতপন্থী আইনজীবী ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপটে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ভয়াবহ অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। আদালত যখন নিরপেক্ষ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়, গণতন্ত্র তার শেষ প্রতিরক্ষা হারায়।

৭. আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনা

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সরকার গণভোট ইস্যুতে অংশ নিলেও কঠোর বিধিনিষেধ নিশ্চিত করে:

- উভয় পক্ষের জন্য সমান অর্থায়ন
- ভারসাম্যপূর্ণ গণমাধ্যম প্রবেশাধিকার
- স্বচ্ছ তদারকি ব্যবস্থা

বাংলাদেশে এসব সুরক্ষা অনুপস্থিত। বরং অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ গণভোটকে মৌলিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে, জনআস্থা ও আইনের শাসন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে।

৮. রাষ্ট্র নিজেই যখন সংকটে

প্রশাসনিক পক্ষপাত, সংবিধান লঙ্ঘন, বিচার বিভাগের আপস এবং গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ - সব মিলিয়ে একটি সুপরিকল্পিত কৌশল স্পষ্ট : ভেতর থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ফোঁকলা করে দেওয়া।

এটি এখন আর সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নয়। এটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক অস্তিত্বের ওপর সরাসরি আক্রমণ।

উপসংহার: জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন

গণতন্ত্র টিকে থাকে নিরপেক্ষতা, আস্থা ও আইনের শাসনের ওপর। রাষ্ট্র পেছনে দাঁড়ালে, জনগণ সামনে এলে এবং বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকলেই গণভোট বৈধতা পায়।

জনগণের সার্বভৌমত্ব স্তব্ধ করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদকে অস্ত্রে পরিণত করা এবং বিচার ব্যবস্থার পতন মেনে নেওয়া - সবই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার শামিল।

আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না-ও হতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন, তবে এই প্রহসনমূলক নির্বাচন ও নাটকীয় গণভোট অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এটি আর ভোট নয়। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।

BANGLADESH
PERSPECTIVES